দৈনিক ভোরের কাগজ

ভোরের কাগজ

তারিখ: 15 JAN 2003
পৃষ্ঠা: ..... কলাম: .....

ধামরাইয়ে শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনা

পুলিশ ধর্ষক শিক্ষককে খুঁজছে শিক্ষা অফিসও ব্যবস্থা নিচ্ছে

ধামরাই প্রতিনিধি : স্কুল শিক্ষক কর্তৃক ৩য় শ্রেণীর ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় ওই ছাত্রীটি গত সোমবার আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে। ছাত্রীটির ডাক্তারি পরীক্ষাও সম্পন্ন হয়েছে। ডাক্তারি পরীক্ষা শেষে ধর্ষিতা থানায় এই প্রতিবেদককে জানায়, শিক্ষক লোকমান তাকে ধর্ষণ করেছে।

থানায় মামলা গ্রহণের পর পুলিশ গত রোববার ধর্ষক স্কুল শিক্ষক লোকমান হোসেনকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালায়। তবে লোকমান পলাতক থাকায় তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

গত রোববার ভোরের কাগজে এই ধর্ষণের সংবাদ প্রকাশিত ও থানায় মামলা হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ধামরাই উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম শিক্ষক লোকমানের বেতন-ভাতা বন্ধের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। শিক্ষা কর্মকর্তা নজরুল জানান, ধর্ষক লোকমান যদি বিনা অনুমতিতে ৬০ দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন তবে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্তের জন্য বিভাগীয় মামলা দায়েরের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন, কৃষ্ণপুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আনোয়ার হোসেনের কাছ থেকে এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

এই স্কুলটিতে ১৭৬ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৮৯ জন ছাত্রী রয়েছে। এই ঘটনার পর অভিভাবকরা তাদের স্কুলগামী মেয়েদের নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। এই ধর্ষণ ঘটনার ব্যাপারে ধামরাই উপজেলার শিক্ষক সমিতির সভাপতি মির্জা মোঃ ইয়ার হোসেন বলেছেন, তদন্ত সাপেক্ষে অপরাধীর শাস্তি পাওয়া উচিত। ধামরাই নির্বাহী কর্মকর্তা মীর মোশাররফ হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ভোরের কাগজকে বলেন, পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে এবং শিক্ষা কর্মকর্তা বিভাগীয় শিক্ষা কর্মকর্তাকে এ বিষয়ে রিপোর্ট করেছেন। তিনি বলেন, তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, গত ৫ জানুয়ারি ধামরাই উপজেলার কৃষ্ণপুরা গ্রামের কৃষ্ণপুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রীকে ওই স্কুলের সহকারী শিক্ষক লোকমান হোসেন বিদ্যালয় ছুটির পর একটি কক্ষে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করে। রক্তাক্ত অবস্থায় ছাত্রীটি বাড়ি গিয়ে মামা ও মামীকে ঘটনাটি জানায়। এই ঘটনার পরপরই শিক্ষক লোকমান পালিয়ে যায়। ঘটনার পরদিন ছাত্রীর মামা মজিবর রহমান ও তার স্ত্রী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন।

গ্রাম্য বিচারে কোনো সুরাহা না হওয়ায় ধর্ষিতার মামা বাধ্য হয়ে গত ৯ জানুয়ারি ধামরাই থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে একটি মামলা দায়ের করেন।

এ ব্যাপারে থানার ওসি আতাউর রহমান বলেছেন ঘটনার সত্যতা মিলেছে। অপরদিকে ধর্ষিতার পরিবার থেকে রোববার অভিযোগ করা হয়েছে যে, মামলাটি অন্য খাতে প্রবাহের জন্য এক শ্রেণীর লোকজন উঠেপড়ে লেগেছে।